ইবিতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ

ইবি প্রতিনিধি
১৫ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১৫ মার্চ ২০২৩
১২:৩৬ এএম

advertisement

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এএইচএম আলী হাসান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এতে দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। ওই রাতেই জাহাঙ্গীর আলম ওরফে ঝন্টু নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

advertisement

এদিকে ইবিতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে ক্যাম্পাস সংলগ্ন শেখপাড়া ও শান্তিডাঙ্গা এলাকায় মাইকিং করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাতে থানায় মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রাতেই অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জানা যায়, সোমবার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করেন বহিরাগত

advertisement

তিন-চারজন। অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রধান ফটকের সামনে আগুন জ্বালিয়ে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠকে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ চেয়ে তিন দফা দাবি জানান শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ কর্মকর্তা ও উপাচার্যের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় দাবি আদায় ও আসামি গ্রেপ্তারে তিন দিনের আলটিমেটাম দেন আন্দোলনকারীরা।

এদিকে ইবিতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার বিষয়ে প্রশাসন লিখিত আদেশ দিয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যায়নরত সব ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ পরিচয়পত্র বহন করতে বলা হলো। এ নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহাদাৎ হোসেন আজাদ বলেন, শিক্ষার্থীদের একটি দাবি ছিল বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। এ ছাড়া অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা এড়াতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন তথা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।